

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা  
(বিচার শাখা)  
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং- ২৬/২০২২

জে,

তারিখ : ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের অনুলিপি অনলাইনে প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে দ্রুততম সময়ে, সহজে ও স্বল্প খরচে বিচার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবাধ (বিচার সংক্রান্ত) তথ্য প্রবাহ ও বিচার-প্রক্রিয়ায় সহজ অভিজ্ঞতা নিশ্চিতকরণসহ 'টেকসই বিচার' প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে একটি ওয়েবসাইট (<http://decision.bdcourts.gov.bd>) প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব-ভিত্তিক এই উদ্ভাবন-এর মাধ্যমে অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের অনুলিপি অনলাইনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

০২। অধস্তন আদালতের আদেশ ও রায়ের অনুলিপি অনলাইনে প্রকাশিত হলে বিচারকার্যে ও বিচার সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে আদালতের রায় ও আদেশের আইনানুগ যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে, এই উদ্যোগ বিচার সেবা প্রাপ্তিতে ব্যয় ও দুর্ভোগ হ্রাস করে দেশের প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচারের সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, দেশের সকল অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের অনুলিপি নিম্নলিখিত নির্দেশনা ও ব্যবহার বিধি অনুসরণপূর্বক বর্ণিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(ক) ব্যবহার বিধিতে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে আদালতের আদেশ ও রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মামলার সকল পক্ষ অথবা মামলার কোনো ভিকটিম/ভুক্তভোগীর (নারী, শিশু বা অপরাধের শিকার ব্যক্তির) ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

(খ) অধিকন্তু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারিকৃত 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের অনুসরণীয় নির্দেশনা' (সার্কুলার নং-০৪, তারিখ: ২২/০৯/২০১৯ খ্রি.) অনুসরণ করতে হবে।

০৪। উল্লেখ্য, বর্ণিত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অধস্তন আদালতের রায় বা আদেশের অনুলিপি সইমোহরী/জাবেদা নকলের (certified copy) বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

সংযুক্তি: এতদসংক্রান্ত ব্যবহার বিধি-০২ ফর্দ।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(মোঃ গোলাম রব্বানী)

রেজিস্ট্রার জেনারেল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ফোন : +৮৮-০২-২২৩৩৮১৯৫২

E-mail: rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ৯৮৮৫

জে,

তারিখ : ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা ও দায়রা জজ, ----- (সকল)।
- ৩। মহানগর দায়রা জজ, ----- (সকল)।
- ৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----- (সকল)।
- ৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ----- (সকল)।

- ৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,----- (সকল)।
- ৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,----- (সকল)।
- ৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,----- (সকল)।
- ৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
- ১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- (সকল)।
- ১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
- ১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত,----- (সকল)।
- ১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত----- (সকল)।
- ১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ..... (সকল)।
- ১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ..... (সকল)।
- ১৬। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
- ১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল)।
- ১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
- ২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
- ২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
- ২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেধঃ-৫, ঢাকা।
- ২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
- ২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
- ২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
- ২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
- ২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
- ২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
- ৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
- ৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
- ৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
- ৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----- (সকল)।
- ৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----- (সকল)।
- ৩৯। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪০। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ৪১। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
- ৪২। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- ৪৩। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
- ৪৪। স্থানীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
- ৪৫। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪৬। অফিস কপি।

প্রয়োজ্য  
ক্ষেত্রে প্রশাসনিক  
নিয়ন্ত্রণে  
কর্মরত  
সকল  
বিচার  
বিভাগীয়  
কর্মকর্তাকে  
বিতরণের  
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা  
গ্রহণের  
অনুরোধসহ

Rahaman

১৭.১১.২২  
(রাশেদুর রহমান)

সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)

ফোনঃ ০২২২৩৩৮১৯৩২

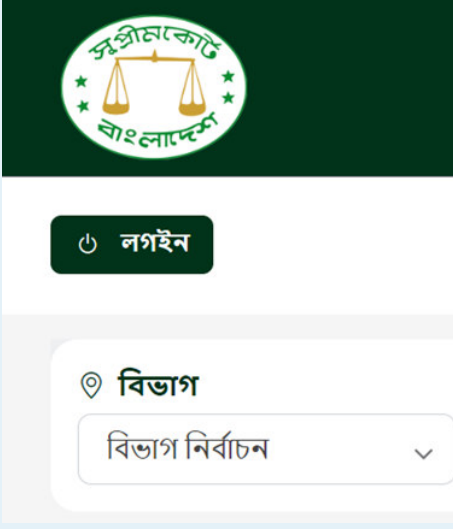


অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের অনুলিপি  
অনলাইনে প্রকাশ সংক্রান্ত  
ব্যবহারবিধি

SCAN ME



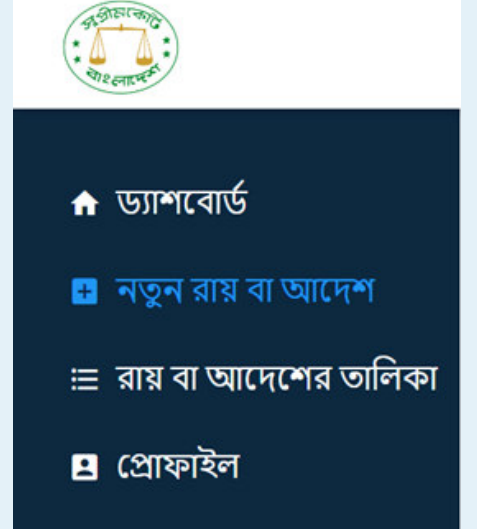
অধস্তন আদালতের রায় ও আদেশের অনুলিপি অনলাইনে প্রকাশ  
করতে উপরের **QR** কোড অথবা নিচের  
ইউআরএল বা লিঙ্ক হিসেবে  
**HTTP://DECISION.BDCOURTS.GOV.BD** তে ক্লিক করুন।  
এই ওয়েবসাইটে প্রবেশের পর 'লগইন' অপশন পাওয়া যাবে।



২। 'লগইন' অপশন ক্লিক করলে 'জেলা নির্বাচন  
করুন' অপশন পাওয়া যাবে। 'জেলা নির্বাচন  
করুন' অপশন ক্লিক করলে কাঙ্ক্ষিত জেলা  
নির্বাচন করে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করুন। উল্লেখ্য,  
উপর্যুক্ত ওয়েবসাইটে লগইন করতে প্রত্যেক  
জেলার জন্য পৃথক পৃথক পাসওয়ার্ড প্রদান করা  
হবে।

৩। লগইন সফল হলে একটি ড্যাশবোর্ড পাওয়া যাবে।

রায় বা আদেশের অনুলিপি/সফটকপি/টেক্সট  
অনলাইনে প্রকাশ করতে "নতুন রায় ও আদেশ"  
অপশন থেকে পর্যায়ক্রমে "মামলা/মোকদ্দমার  
নম্বর, শিরোনাম, শ্রেণী ও প্রকার এবং আদালতের  
নাম" সংক্রান্ত তথ্য প্রদান (ইনপুট) করুন।

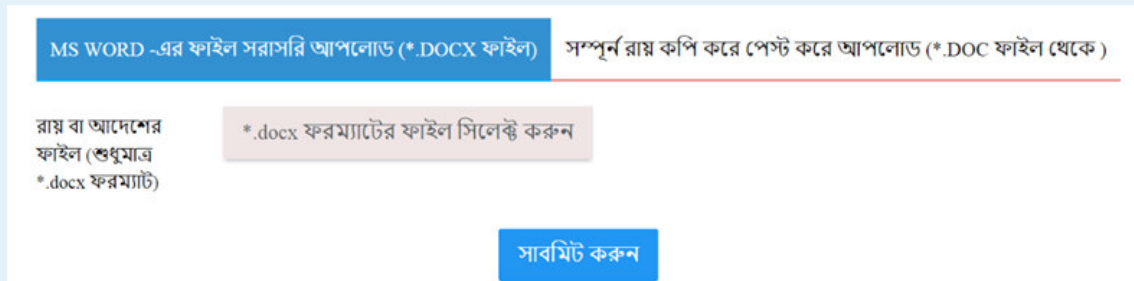


নতুন রায় বা আদেশ যুক্ত করুন

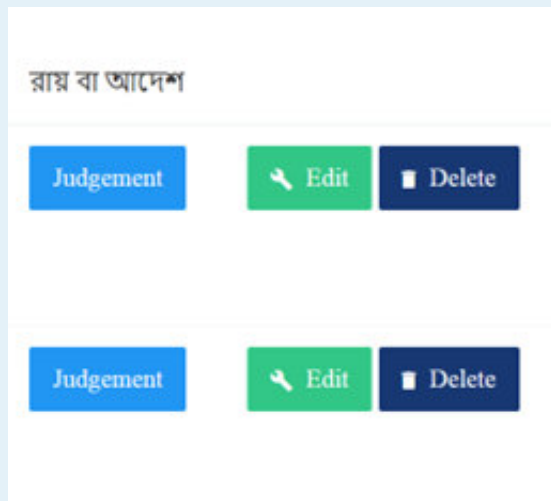
মামলা / মোকদ্দমা নম্বর	[অত্র বা ইংরেজি] উদাঃ দেওয়ানী ১৩৩/২০১১, সেশন ১২১/২০০৯ ইত্যাদি		
মামলা / মোকদ্দমার শিরোনাম	[অত্র বা ইংরেজি] উদাঃ আব্দুল করিম বনাম আব্দুর রশিদ ইত্যাদি		
আদালত	আদালত নির্বাচন করুন	রায় বা আদেশের তারিখ	রায় বা আদেশের তারিখ
মামলা / মোকদ্দমার শ্রেণী	মামলা / মোকদ্দমার শ্রেণী নির্বাচন ...	মামলা / মোকদ্দমার প্রকার	মামলা / মোকদ্দমার প্রকার নির্বাচন...

০৪। রায় বা আদেশ দুইভাবে প্রকাশ করা যাবেঃ MS WORD এর ফাইল (.docx ফরম্যাট) সরাসরি আপলোড দেয়া যাবে; অথবা, সম্পূর্ণ রায় বা আদেশ এর MS WORD এর ফাইল .docx ফরম্যাট থেকে কপি-পেস্ট করে। তবে, পিডিএফ, ইমেজ (JPG, JPEG, PNG) বা অন্য ফরম্যাটের (যেমন, HTML) ফাইল থেকে আপলোড না করার যাবে না।

০৫। MS WORD এর ফাইল (.docx ফরম্যাট) সরাসরি আপলোড করতে “.docx ফরম্যাটের ফাইল সিলেক্ট করুন” অপশন ক্লিক করে সাবমিট করলেই আপলোড হয়ে যাবে। MS WORD এর ফাইল .docx ফরম্যাট থেকে সম্পূর্ণ রায় বা আদেশ (সিলেক্ট করত) কপি-পেস্ট করে সাবমিট করলে তা অনলাইনে আপলোড হয়ে যাবে।



০৬। প্রকাশিত রায় বা আদেশের অনুলিপি সংশোধন করার প্রয়োজন হলে ড্যাসবোর্ডের রায় বা আদেশের তালিকা থেকে edit অপশন ক্লিক করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে। এছাড়াও, প্রকাশিত রায় দেখতে Judgement এ ক্লিক করুন; এবং তা বাতিল বা ডিলিট করতে 'Delete' অপশনে ক্লিক করুন।



৭। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, সকল বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ তার অধীনস্থ সকল আদালতের প্রকাশিত রায় ও আদেশের প্রকাশযোগ্যতার তদারকি করবেন।

৪। উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে আদালতের আদেশ ও রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু, ধর্ষণের শিকার বা পাচারের শিকার কোন ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ না করা। এক্ষেত্রে, (অন্যান্যের মধ্যে) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (জ), (ট), (ঢ), (দ); ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ২৬, ২৭; শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৪ (৩)(ক); দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪৯৯, ৫০৯; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ১৪, ২০; মানব পাচার দমন আইন, ২০১২ এর ধারা ২৫, ৩৭ ইত্যাদি আইনের সমূহ প্রনিধানযোগ্য।



বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

